ভোরের কাগজ

তারিখ ... 24 APR 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ ... ১

এসএসসি ভোকেশনাল, দাখিল ভোকেশনাল এবং ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ সরকার দেশের শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে হাইস্কুলে এসএসসি ভোকেশনাল, মাদ্রাসায় দাখিল ভোকেশনাল কোর্স চালু করেছে।

দেশে প্রযুক্তি আন্দোলনে এই পরিকল্পনাটি একটি মাইলফলক এবং অভিনন্দনযোগ্য, যার সুফল জাতি ইতিমধ্যে ভোগ করছে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় দক্ষ শিক্ষকের অভাব, ভোকেশনাল পাস করার পর ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ, ভোকেশনাল প্রযুক্তিবিদদের প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানাগুলোতে দক্ষ গাইডের অভাব। অত্যাবশ্যকীয় সকল প্রযুক্তিবিদ্যায় ভোকেশনাল কোর্স চালু না থাকায় এবং একটি ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ডের অভাবে সরকারের প্রযুক্তিনির্ভর এই মহৎ পরিকল্পনাটি পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারছে না।

আজকে এ দেশের কোনো সচেতন নাগরিককে যদি প্রশ্ন করা হয়, বাংলাদেশের এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা কি? এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায়— ২ কোটি শিক্ষিত যুবক বেকার। বাংলাদেশের এই করুণ অবস্থার দূরীকরণে সরকার হাইস্কুলে এসএসসি ভোকেশনাল কোর্স চালু করে প্রযুক্তি শিক্ষার আন্দোলনে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আমরা ইতিমধ্যে একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেছি। একবিংশ শতাব্দী হলো প্রযুক্তির যুগ। এই প্রযুক্তির যুগে আমাদের দেশে আধুনিক দক্ষ প্রযুক্তিবিদের অভাবে শিল্প কারখানা ও খামার গড়ে উঠছে না। প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলো একে একে রুগ্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। আমাদের বংশানুক্রমে হাজার বছরের গড়ে ওঠা কুটির শিল্পগুলো এক এক করে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আজ আমাদের কুটির শিল্পগুলোকে আমরা একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী প্রযুক্তি সংযুক্ত করতে পারিনি। আমরা বহন করছি ২ কোটি শিক্ষিত বেকার যুবকের বোঝা। এনিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর গরিব দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করে আছে। জাতির এমন এক শঙ্কারপূর্ণ মুহূর্তে বর্তমান সরকার আজ এক ধাপ এগিয়ে, ২০০২ সাল থেকে মাদ্রাসায় ভোকেশনাল কোর্স চালু করেছে। যার ফলে ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটবে প্রযুক্তি শিক্ষা ও উৎপাদন হবে না শিক্ষিত বেকার। শিক্ষা গ্রহণ শেষে তারা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।

এসএসসি ও দাখিল ভোকেশনাল ফাইনাল পরীক্ষায় কৃতকার্য এবং অকৃতকার্য উভয়ই দেশ ও জাতির মূল্যবান সম্পদ। তাদের কারিগরি জ্ঞান থাকার কারণে সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অব্যাহতভাবে চাকরির সুযোগ পাবে। যে সব প্রযুক্তিবিদ চাকরি পাবে না তারা নিজ উদ্যোগে ছোট ছোট শিল্প কারখানা, খামার গড়ে তুলবে। তাদের কর্মের বিনিময়ে দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, স্কুল ও মাদ্রাসায় ভোকেশনাল কোর্স পরিচালনায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই জাতীয় প্রযুক্তি শিক্ষার আন্দোলনে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারছে না, কারণ গত এক দশকের মধ্যে ৬০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাত্র ২৬টি ট্রেডে ভোকেশনাল কোর্স চালু করতে পেরেছে এর মধ্যে ৫৮০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভোকেশনাল কোর্স চালু করেছে মাত্র।

উন্নত বিশ্বে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর ৫৬ শতাংশ প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি দেশেও সাধারণ শিক্ষার অনুপাত ও কারিগরি শিক্ষার অনুপাত সমান সমান।

আমাদের দেশে ভোকেশনাল পরীক্ষায় পাসের হার মাত্র ৪৪.৫৯, যা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ পৃথিবীর সব দেশে ভোকেশনাল পরীক্ষা পাসের হার ১০০ শতাংশ। আমাদের দেশে ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মেডিকেল কলেজ প্রযুক্তিবিদ্যায় পাসের হার ৯০ শতাংশের উপরে, কাজেই ভোকেশনাল কোর্সে পাসের হার জরুরিভিত্তিতে ৯০ শতাংশের উপর উন্নতি করার ব্যবস্থা করা জরুরি। বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যে ধীরগতিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ভোকেশনাল কোর্স চালু করছে। এই গতি পরিবর্তন করা না গেলে এ দেশে প্রযুক্তি শিক্ষা প্রসারিত হবে না। এই ধীরগতি অব্যাহত থাকলে ৩১৭টি সরকারি ৮ হাজার ৭৪৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫ হাজার ৬৪০টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল কোর্স চালু করতে কমপক্ষে ১৫০ বছর লাগবে।

প্রতিটি মানুষের সঙ্গে যে বিষয়টি সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান সেটি হচ্ছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। এ সম্ভাবনাকে সময়োপযোগী গতিময় করে তোলার জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তি শিক্ষা। একমাত্র প্রযুক্তি শিক্ষাই পারে প্রতিটি মানুষকে সম্পদে পরিণত করতে। কঠোর বাস্তবতাময় ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ এ পৃথিবীতে জীবনকে মানুষের উপযোগী সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যময়ভিত করতে প্রযুক্তি শিক্ষার বিকল্প নেই। গতিশীল পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে এবং উন্নত জীবনের ছোঁয়া নিতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি প্রযুক্তি শিক্ষা অপরিহার্য।

অপরিহার্য শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন কাঠামোতে আনতে হলে দেশের প্রতিটি হাইস্কুলে ও মাদ্রাসায় কমপক্ষে একটি বিষয়ে ভোকেশনাল কোর্স চালু করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন করে কমপক্ষে ১০০ বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা এবং স্কুল-কলেজ ও আলিম মাদ্রাসায় ডিপ্লোমা কোর্স চালু করতে হবে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সকল ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শিফট শিক্ষা ব্যবস্থা পুনঃচালু করতে হবে। আর এ সকল নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় অ্যাকাডেমিক দায়িত্ব পালন করার জন্য একটি ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড অতীব প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব বিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে একটি ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসবেন বলে আমরা আশা করছি।

মোঃ আবুল হাসান
প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক
ঘন রঞ্জন রায়
সাংগঠনিক সম্পাদক
সম্মিলিত ডিপ্লোমা পেশাজীবী পরিষদ